A PRESERVATIVE

AGAINST

ROMANISM,

BY

THE REV. K. M. BANERJEA.

এক জন খ্রীষ্টীয়ান পাঠক নিজ পুরোহিতের নিকট আসিয়া কহিতেছে হে মহাশয় যে২ গ্রামে আমি সুসমাচারাদি পাঠ করিতে যাই সেই২ স্থানে এক জন নূতন শিক্ষক আসিয়া লোকদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহাতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মহাশয়ের নিকট আসিয়া কর্ত্তব্য কি তাহা আজ্ঞা করুন।

পুরোহিত। তাহারা কি শিক্ষা দিয়া প্রকার বিড়ম্বনা করিতেছে ও

তাহাদের নাম স্থান পক তাহা জ্ঞা

পাঠক।—তাহাদের নাম ধাম আমি বিশেষ জানি না ও কি প্রকার শিক্ষা দেয় তাহাও বলিতে পারি না কিন্তু শুনিয়াছি তাহারা রোমান কেথোলিক বলিয়া খ্যাত এবং লম্বা২ গৌন পরিধান করিয়া আইসে।

পুরোহিত।—হা বুঝিলাম, রোমান কেথোলিকেরা এই প্রকার চেষ্টা অনেক স্থানে করিতেছে এবং আমাদের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে।

পাঠক।—কিন্তু কর্ত্তব্য কি তাহা আজ্ঞা করুন।

পুরোহিত।—কর্ত্তব্য এই যে তাহাদের বিষয়ক সমস্ত কথা লোকদিগকে জানাও ও তাহাদের দলস্থ হইলে মহাপাপ জন্মিবে তাহা বুঝাও এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর যেন তিনি আপন লোককে মথ্যা শিক্ষার কুহক হইতে রক্ষা করুন।

পাঠক।—কিন্তু উহাদের দোষাদোষ কি তাহা আমি স্বয়ং জানি না আমাকে তাহা শিখাইতে আজ্ঞা হউক তবে অন্যকে বুঝাইতে পারিব।

পুরোহিত।—প্রথমতঃ তাহাদের নামেতেই এক দোষ প্রকাশ পাইতেছে তাহারা রোমান কেথোলিক বলিয়া বিখ্যাত অতএব তাহারা রোমীয় সভার অনুচর তবে আমাদের পল্লীর মধ্যে কেন আইসে? ভারতবর্ষ অর্থাৎ হিন্দুস্থান রোমীয় সভার অধীন নহে তবে এখানে আসিয়া আমাদিগকে কেন ব্যাঘাত দেয়?

পাঠক।—সত্য বটে কিন্তু তাহারা কি ছলে এ দেশের মধ্যে আসিয়া গোল করে?

পুরোহিত।—তাহাদের ছল এই যে রোম নগরের বিশপ অর্থাৎ পাপা সর্ব্বদেশের গুরু এবং পৃথিবীতে যেখানে যে সভা আছে সকলি তাহার অধীন।

পাঠক।—এবড় স্পর্দ্ধার কথা কিন্তু পাপার এরূপ অহঙ্কার করিবার ছল কি ?

পুরোহিত।—পাপা কহেন যে তিনি সাধু পিতরের পদাভিষিক্ত হইয়া পৃথিবীতে খ্রীষ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়াছেন এই জন্যে সকলের মান্য কিন্তু ধর্ম্ম পুস্তকে এরূপ শক্তি কাহাকেও দেন নাই। রোমান কেথোলিকেরা কহে যে প্রভু পিতরকে বিশেষ শক্তি দিয়াছেন, তিনি পিতরকে কহিয়াছিলেন বটে "আমি তোমাকে আরো কহিতেছি যে তুমি পিতর এবং এই শৈলের উপর আমি আমার সভা নির্ম্মাণ করিব এবং নরকের দ্বার তাহার বিরুদ্ধে প্রবল হইবেনা, এবং আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দিব এবং তুমি যাহা পৃথিবীতে বন্ধন করিবা তাহা স্বর্গেতে বদ্ধ হইবে এবং তুমি যাহা পৃথিবীতে মুক্ত করিবা তাহা স্বর্গেতে মুক্ত হইবে" (মাথিয় ১৬. ১৮, ১৯) এ কথা তিনি পিতরকে কহিয়াছিলেন বটে,

কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এমত নহে যে পিতর কিম্বা তাঁহার পদাভিমানি পাপা পারমার্থিক-ভাবে পৃথিবীতে সকলের উপর প্রভুত্ব করিবেন, কেননা প্রতমতঃ দেখ প্রভু পিতরের সত্যবিশ্বাস স্বীকারের পরই একথা কহিয়াছিলেন অতএব সে বিশ্বাস হইতে পৃথক করিয়া তাহাকে সভার মূলস্বরূপ শৈল কহেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ দেখ প্রভুসকল প্রেরিতকে সমান শক্তি দিয়াছিলেন যথা ঐ মাথিয় রচিত সুসমাচারেই সকলকে কহিয়াছেন “সত্য২ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি য হা তোমরা পৃথিবীতে বন্ধন করিবা তাহা স্বর্গেতে বন্ধন হইবে এবং যাহা তোমরা পৃথিবীতে মুক্ত করিবা তাহা স্বর্গতে মুক্ত হইবে (মাথিয় ১৮. ১৮) এবং তাঁহার পুনরুত্থানের পর যখন তিনি সর্ব্বশক্তি পাইয়াছিলেন তখন বাহুল্য রূপে সকলকেই কহিয়াছিলেন “তোমাদের

কল্যাণ হউক যেমত আমার পিতা আমাকে পাঠাইয়াছেন তেমনি আমি তোমাদিগকে পাঠাইতেছি” এবং এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদেব উপর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন “তোমরা সদাত্মা গ্রহণ কর যাহাদের পাপ তোমরা মার্জ্জনা কর তাহা তাহাদের প্রতি মার্জ্জিত হইবে এবং যাহাদের পাপ তোমরা রাখিবা তাহাদের পাপ থাকিবে” যোহন ২০. ২১, ২২, ২৩. অতএব এমত স্পষ্ট কথা সকলের প্রতি উক্ত হওয়াতে আর কে কহিতে পারে যে প্রভু পিতরকে বিশেষ শক্তি দিয়া সকলের কর্ত্তা করিয়াছিলেন ?

তৃতীয়তঃ—পিতরকে যে কোন বিশেষ আধিপত্য দেন নাই, তাহার সাক্ষি দেখ পৌল পিতরকে ভৎসনা করিয়া দপ বারিয়াছিলেন যথা—“যখন পিতর আন্তিওখে আইল তখন আমি তাহার সম্মুখেই তাহার অনুযোগ করিলাম কেননা সে নিন্দনীয় হইয়াছিল যে-

হেতুক যাকোবের নিকট হইতে কেহ২ আসিবার পূর্ব্বে সে ভিন্নজাতিদের সহিত আহার করিয়াছিল কিন্তু তাহারা আইলে পরে সে ত্বকচ্ছেদিদের ভয়ে ভিনজাতিদিগ হইতে পৃথক হইল, এবং অন্যান্য য়িহুদিরাও তাহার ন্যায় প্রতারণা করিল তাহাতে বর্ণবাও তাহাদের প্রতারণাতে বঞ্চিত হইয়াছিল কিন্তু আমি যখন দেখিলাম যে তাহারা সুসমাচারের সত্যানুসারে সরল রূপে চলে নাই তখন আমি সকলের সাক্ষাতেই পিতরকে কহিলাম যদি তুমি য়িহুদি হইয়া য়িহুদির ন্যায় ব্যবহার না করিয়া ভিন্নজাতিদের ন্যায় আচরণ কর তবে ভিন্নজাতিদিগকে য়িহুদিদের ন্যায় ব্যবহার করিতে কেন বাধ্য কর—(গাল ২. ১১, ১৪)

অতএব পিতর যদি সর্ব্বাধিপতি এবং খ্রীষ্টের প্রতিনিধি হইতেন তবে সাধু পোল তাঁহাকে এ প্রকার দর্পের সহিত তিরস্কার করিতে সাহস করিতেন না।

চতুর্থতঃ—সমস্ত প্রেরিত ও ভবিষ্যদ্বক্তা খ্রীষ্টীয় সভার মূল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন তাহার মধ্যে কেবল খ্রীষ্ট স্বয়ং বিশেষরূপে কোণের প্রস্তর বলিয়া বিখ্যাত আছেন যথা, "তোমরা আর বিদেশি ও উপরি লোক নহ কিন্তু সাধুদের সহনগরবাসি ও ঈশ্বরের পরিবারের অঙ্গ এবং প্রেরিত ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মূলোপরি নির্মিত হইয়াছ তাহাতে য়িশু খ্রীষ্ট আপনি কোণের প্রস্তর"—(ইফিসি ১৯.২০)

সুতরাং যাহারা পাপার অনুচর হইয়া হিন্দুস্থানাদি দেশে আসিয়া অন্যের পরিশ্রম স্থানে উপদ্রব করে তাহারা ধর্ম্মপুস্তকের বচনের বিপরীত আচরণ করিয়া দ্বন্দ্ব ও কলহ ও মতভেদ দোষে পতিত হয় এবং যাহারা উহাদের দলস্থ হয় তাহারাও ঐ দোষের ভাগি হয়।

অতএব আমাদের মধ্যে সমস্ত ভ্রাতৃগণকে শিখাও যেন এমত ঘোর দলাদলির দোষে

পতিত না হয় ও সাধু পৌলের স্পষ্ট উক্তি তাহ দিগকে শুনাও যথা, "হে ভাতৃগণ আমি তোমাদিগকে প্রভু বিশু খ্রীষ্টের নামে বিনতি করিতেছি যে তোমরা সকলে এক কথা কহ এবং তোমাদের মধ্যে যেন ভেদ না হয় (১, করন্থি ১, ১০) পুনশ্চ, "তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ ও ভেদ আছে অতএব তোমরা কি মাংসিক নহ" ১ করন্থি ২ ৩৩, আরো কহেন "তোমাদের শিক্ষিত উপদেশের বিরুদ্ধে যাহারা ভেদ ও বিঘ্ন করে তাহাদিগকে চিহ্ন কর এবং তাহাদিগহইতে দূরস্থ হও" রোম ১৬' ১৭' ।

পাঠক।—কি আশ্চর্য্য মহাশয় খ্রীষ্টীয়ান নামধারী হইয়া পাপা এমত এমত স্পর্দ্ধা করেন, আমি মনে করিয়াছিলাম যে কেবল বৈষ্ণবদের মধ্যে গোস্বামিরাই এমত করিত।

পুরোহিত—এ বিষয়ে পাপা বরং গোস্বামি হইতেও অধিক অন্যায় করেন গোস্বামিরা

নিত্যানন্দের বংশ বলিয়া অভিমান করে তথাপি দুই তিন গোস্বামির কুল আছে তাহা স্বীকার করে কিন্তু পাপা পিতরের পদাভিষিক্ত বলিয়া দম্ভ করত আপনাকে এক জগদ্গুরু কহেন, এবং অন্য কাহাকেও আপন তুল্য জ্ঞান করেননা।

পাঠক।—সত্য বটে মহাশয় কিন্তু রোমান কেথোলিকেরা খ্রীষ্টীয়ান কিনা।

পুরোহিত।—হা তাহারা খ্রীষ্টীয়ান বটে, তাহারা ধর্ম্মপুস্তককে স্বীকার করে এবং আমাদের মধ্যে যে যে প্রতীতি বাক্য আছে সে সমস্ত অতি প্রাচীন কালাবধি তাহাদের মধ্যেও আছে, তাহাদের দেশীয় সভা প্রথমতঃ অতিখ্যাত্যাপন্ন ছিল তাহারা প্রভুকে পিতার একমাত্র জাত পুত্র বলিয়া অঙ্গীকার করে, এবং প্রেরিতদের স্থাপিত ধারানুসারে বিশপ পুরোহিতাদি সভার পরিচারকের প্রথা তাহাদের মধ্যে চলিত আছে, অতএব

তাহাদিগকে অবশ্য খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, এবং যদিও তাহারা আমাদের বিপরীত অনেক অশুদ্ধ মত পালন করে তথাপি আমরা শত্রুরও মিথ্যা অপবাদ দিব না ও যথার্থ গুণ অস্বীকার করিব না।

পাটক।—বটে এপ্রকার সৌজন্য কর্ত্তব্য এবং কাহারো অন্যায় কুৎসা অথবা গুণ আচ্ছাদন উচিত নহে।

পুরোহিত।—কিন্তু রোমান কেথোলিকেরা যদিও খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া গ্রাহ্য বটে তথাপি তাহাদের অনেক ঘোরতর দোষ আছে, পাপা স্পর্দ্ধা করিয়া আপনাকে জগদ্গুরু বলিয়া অভিমান করেন এবিষয় পূর্ব্ব কহিয়াছি। এক্ষণে উহাদের অন্যান্য কএক মহা দোষ বিস্তার করিব।

এক মহাদোষ এই যে তাহারা অনেক অপর গ্রন্থকে সদাত্মা প্রণীত বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত সংমিলিত করে। যুদিৎ তোবিৎ

ইত্যাদি পুস্তক মনুষ্য রচিত তথাপি ঈশ্বরের আদেশে লিখিত বলিয়া গ্রহণ করে ও উপদেশ দেয়, এবং এইরূপে ধর্ম্মপুস্তকে ইতর গ্রন্থ যোগ করিবার দোষে পতিত হয়। ইহা সামান্য নহে। সাধু যোহনের বাক্য শুন—(প্রকাশ ২২. ১৮) যদি কেহ এই সকল বিষয়ে কিছু যোগ করে তবে ঈশ্বর তাহার পক্ষে এই পুস্তকোক্ত নরক যোগ করিবেন।

পাঠক।—এ অত্যন্ত দোষ বটে, ইহাতে ঈশ্বরের নামে মিথ্যার রচনা হয়। সংসারের মধ্যে এক জন জন্যের নামে স্বাক্ষরিত কোন পত্র লিখিলে তাহাকে জাল কাগজ কহে এবং ঐ লেখক দেশ হইতে নিষ্কাশিত হয়, অতএব ঈশ্বরের নামে এ প্রকার মিথ্যা পুস্তক চালাইলে আরো ঘোর পাপ হয়।

পুরোহিত।—বটে, তাহারা ঈশ্বরের নামে মিথ্যা অর্থাৎ জাল পুস্তক চালায়, কিন্তু এতদপেক্ষা তাহাদের আরো এক ঘোর

দোষ আছে, তাহারা প্রতিমা ও মূর্ত্তি পূজা করে।

পাঠক।—সে কি মহাশয় খ্রীষ্টীয়ান হইয়া মূর্ত্তি পূজা করে?

পুরোহিত।—চমৎকারের বিষয় বটে, কিন্তু অত্যন্ত খেদের সহিত কহিতেছি যে আপনাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান স্বীকার করিয়াও তাহারা মূর্ত্তি পূজা করে, তাহাদের সভাতে উপস্থিত হইলে দেখিবা যে কত মূর্ত্তি ও পট আছে, এপ্রকার মূর্ত্তি ও পট কেবল শোভার্থে থাকে তাহা নহে কিন্তু তাহারা তাহার পূজা করে, প্রভুর মূর্ত্তি এবং ধন্য কুমারী মরিয়ার মূর্ত্তি এবং অন্যান্য সাধুদের মূর্ত্তি সেখানে আছে, এই সকল মূর্ত্তির সম্মুখে তাহারা হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করে।

পাঠক।—কি আশ্চর্য্য। কিন্তু এ বিষয় তাহাদিগকে বুঝাইয়া এমত ঘোর দোষ হইতে কি পরাঙমুখ করা যায়না?

পুরোহিত।—পরমেশ্বর সকলি করিতে পারেন, এবং আমরা প্রার্থনা করিব যেন তিনি তাহাদিগকে সৎজ্ঞান দিয়া এমত দোষ হইতে উদ্ধার করেন, কিন্তু তাহাদিগকে এ ঘোর ভ্রান্তি হইতে মুক্ত করণার্থে অনেক চেষ্টা করাগিয়াছে, দ্বিতীয় আজ্ঞাতে প্রতিমাপূজার সমুদয় নিষেধ আছে, ইহা বারম্বার তাহাদি-গকে দেখান গিয়াছে, প্রভু স্বয়ং মূর্ত্তি পূজা লোপ করিতে আসিয়াছিলেন ইহাও অনেক বার বলাগিয়াছে, তথাপি তাহারা ফিরে না।

পাঠক।—কিন্তু এসকল কথায় তাহারা কি উত্তর দেয়?

পুরোহিত।—তাহারা কহে যে আমরা প্র-তিমাকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া আরাধনা করিনা এবং যে প্রকার পূজা ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য তাহাও মূর্ত্তিকে দিইনা, তাহাদিগকে অন্য প্রকার পূজাতে অর্চ্চনা করি, কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে

প্রতিমা ও মূর্ত্তি পূজা সমুদয় নিষিদ্ধ হইয়াছে অতএব প্রতিমার অর্চ্চনা করিলেই পাপ হয়। এবং সাধারণ লোকে এ দুই প্রকার পূজার মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদ তাহা কখন বুঝিতে পারেনা তাহারা মূর্ত্তির সম্মুখে পূজা করিতে শিক্ষা পাইলে সে মূর্ত্তিকেই দেবতা ভাবিয়া পূজা করে।

যদি প্রতিমা ও মূর্ত্তির পূজা রোমান কেথোলিকদের কথা প্রমাণ দৃষ্য না হইত তবে বআলদি দেব পূজকেরাও নির্দ্দোষি হইতে পারিত কেননা তাহাদের মধ্যে অনেকে পরমেশ্বরকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া প্রতিমাদিকে অন্য ভাবে আরাধনা করিত, কিন্তু বআলাদি দেব পূজকেরা ধর্ম্মপুস্তকে যেমন তিরস্কৃত তাহা তুমি জান. অতএব রোমান কেথোলিকেরাও এক প্রকার তদ্রূপ তিরস্কারের যোগ্য বুঝিবা।

পাঠক।— অবশ্য বটে, আর এ স্থলে যদি রোমান কেথোলিকেরা প্রতিমা পূজা করিয়া

নির্দ্দোষি হইতে পারিত তবে হিন্দুদের মধ্যে ও অনেকে তাদৃশ ছল করত নিন্দনীয় হইতনা।

পুরোহিত।—সত্য বটে, কেননা তাহারাও অনেকে কহে যে মূর্ত্তিকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া অর্চ্চনা করিনা কিন্তু ধর্ম্মচিন্তার সহকারি ভাবেতে আরাধনা করি, অতএব রোমান কেথোলিকেরা মূর্ত্তিপূজা করিয়া প্রায় হিন্দুদের ন্যায় দূষ্য জানিব।

পাঠক।—রোমান কেথোলিকেরা আর কোন নিন্দনীয় কার্য্য করে কিনা?

পুরোহিত।—যেমত মূর্ত্তি পূজা করে সেইমত ধন্য কুমারী মরিয়া ও অন্যান্য সাধুবর্গেরও আরাধনা করে, মরিয়াকে তাহারা যে২ শব্দে আরাধনা করে তাহা শুনিলে আমাদের লোমাঞ্চ হয়, ইহার কএক দৃষ্টান্ত এই স্থলে তোমাকে জানাইব যথা,

যে পাপা সম্প্রতি বর্ত্তমান অর্থাৎ ষোড়শ গ্রিগোরি তিনি আপন বশীভূত ধর্ম্মাধ্যক্ষ

দিগকে সাধারণ পত্র লিখিয়া কুমারী মরিয়ার বিষয়ে কহেন "যেন তিনি ঘোর দুর্দ্দর্শা কালে আমাদের রক্ষাকর্ত্রী ও মুক্তিদাত্রী হইয়া দয়াপূর্ব্বক আমাদের এই লেখন কালে সহায় হয়েন এবং খ্রীষ্ট সভার মঙ্গলার্থে তাঁহার স্বর্গীয় উপদেশ দিয়া আমাদিগকে যেন শুভ মতিতে আনীত করেন

এস্থলে দেখ যে বাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা উচিত পাপা তাহা কুমারীর উদ্দেশে ব্যবহার করিতেছেন, দাবিদ যেমত পরমেশ্বরকে রক্ষাকর্ত্তা ও মুক্তিদাতা কহিয়াছিলেন তদ্রূপ পাপা মরিয়াকে বর্ণনা করিতেছেন।

পুনশ্চ, পঞ্চম সিকস্টস ও ত্রয়োদশ বেনিদিক্ত এবং সপ্তম পাইস নামক পাপারা নিজ শিষ্যদিগকে মরিয়ার উদ্দেশে এই বক্ষ্যামাণ প্রার্থনা করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন, যথা

পাদরি উইনেন পামর সাহেবের এক পুস্তক হইতে এবচন উদ্ধৃত হইল।

"হে ঈশ্বরের পবিত্র মাতা আমরা তোমার নিকট আশ্রয়ের নিমিত্তে ধাবমান হইতেছি. দুঃসময়ে আমাদের প্রার্থনা তুচ্ছ করিও না. কিন্তু হে মহিমান্বিতা ও ধন্যা কুমারি আমাদিগকে সকল সময়ে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার কর

দাবিদ রাজা ঈশ্বর পরমপ্রভুতে ভরসা রাখিয়া কহিয়াছিলেন যে তিনিই দুর্দ্দশা কালে আমাদের সহায়, কিন্তু রোমান কেথোলিকেরা তাহার বিপরীতে এক জন নারীকে সুখদা ও মোক্ষদা বলিয়া স্বীকার করে। ঐ নারী যে যথার্থ এবং উৎকৃষ্ট ভাবে ধন্যা বটেন তাহা আমরা অস্বীকার করিনা. কেননা তাহার গর্ব্ভে প্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দূত গেব্রিএল আপনি মরিয়া কুমারীকে বহুসম্ভ্রম পূর্ব্বক অভিবাদন করত কহিয়াছিলেন "তুমি অতি অনুগৃহীতা, তোমাকে নমস্কার, ঈশ্বর

পূর্ব্বোক্ত পামর সাহেবের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

তোমার সঙ্গে আছেন, নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্য।"—(লুক ১. ২৮.) এবং যোহন বাপ্তাইজকের মাতা এলিসবাও তাহাকে এই প্রকারে সম্বোধন করিয়াছিলেন যথা "তুমি স্ত্রীগণের মধ্যে ধন্যা, এবং তোমার গর্ভের ফলও ধন্য, এবং আমার প্রভুর মাতা কেন আমার নিকট আইলেন" (লুক ১. ৪২, ৪৩) এসকল কথা আমরা অমান্য করিনা এবং ধন্যা কুমারীর অনাদর করিতে চাহিনা, তিনি মহাসম্ভ্রমের পাত্র বটেন। কিন্তু তথাপি তিনি নারী মাত্র, আরাধনার যোগ্য হইতে পারেননা— ফলতঃ তাহাকে এরূপে অর্চনা করিলে এক প্রকার তাহার নিন্দা হয় কেননা তিনি স্বয়ং কখন এমত দেবাভিমান করেন নাই।

কার্ডিনাল বোনানামক এক প্রসিদ্ধ রোমান কেথোলিক এই প্রকার কুমারীর স্তব আপন গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছিলেন যথা, "হে অতি মধুরা কুমারি-মেরি! ঈশ্বরের ও আমাদেরে

প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মাতা, তুমি পাপিদের আশ্রয় ও দয়ার জননী, আমি অদ্য এবং নিরন্তর নম্রতা ও ভক্তি পূর্ব্বক আপনাকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করিতেছি, আমাকে তোমার নিকটস্থ কর এবং প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সমস্ত শত্রু হইতে আমাকে রক্ষা কর, আমার প্রাণকে বল আমি তোমার পবিত্রাণ, তোমার দাস যে আমি আমাকে আমার সকল পথে ও কার্য্যে শাসন কর, আমাকে সকল শোক দুঃখ সময়ে সান্ত্বনা কর, আমার জীবনের অন্তে আমার প্রতি মুখ ফিরাও, এবং সেই ভয়ঙ্কর কালে তোমার সান্ত্বনা আমার আত্মাকে আনন্দিত করুক, তুমি স্বর্গ এবং পৃথিবীতে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পার, এবং তোমার ইচ্ছাতে কেহ ব্যাঘাত দিতে পারেনা, কেননা যাহা তুমি অন্বেষণ কর সকলি সর্ব্বশক্তিমান হইতে পাও, অতএব আমার প্রার্থনা শুন ও গ্রাহ্য কর এবং আমি যখন তোমার দয়াতে

বিশ্বাস করি তখন আমাকে তুচ্ছ করিও না, হে অতি দয়ালু কুমারি দেখ আমি তোমার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হই

পাঠক।— যথার্থ বটে মহাশয রোমান কেথোলিকদের এ সকল ব্যবহার দেখিলে লোমহর্ষ হয়— হিন্দুরা যখন দুর্গা ও কালীর অর্চ্চনা করে তখন ইহার অধিক আর কি বলিতে পারে? অতএব রোমান কেথোলিকদের মেরির মাহাত্ম্য ও হিন্দুদের দেবীর মাহাত্ম্য এক প্রকারে সমান রূপে বর্ণিত দেখিতেছি।

পুরোহিত।—বটে, আর রোমান কেথোলিকেরা আমাদের পুণ্য ধন্য গৌরবান্বিত যে ত্রিত তাহারও এক প্রকার নিন্দা করত এই বক্ষ্যমাণ প্রার্থনা করিয়াছে, ইহা সপ্তম পাইস নামক পাপা সকলকে ব্যবহার করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। যথা

হে য়িশু য়োসেফ এবং মেরি আমি

উক্ত পাদ্রি সাহেবের গন্থ।

তোমাদিগকে আমার হৃদয় ও মন সমর্পণ করিতেছি।

হে য়িশু যোসেফ এবং মেরি আমার শেষ যন্ত্রণ তে আমাকে আশ্রয় দেও!

"হে য়িশু যোসেফ এবং মেরি তোমাদের শান্তিতে যেন আমার আত্মার পরলোক প্রাপ্তি হয়"

ইহার পর আর ঘোর পাপ ও ভয়ঙ্কর ভ্রান্তি কি হইতে পারে? আমরা পিতা পুত্র সদাত্মাকে একত্বে ত্রিত্ব এবং ত্রিত্বে একত্ব ভাবে আরাধন করি। কিন্তু রোমান কেথো-লিকেরা য়িশু যোসেফ ও মেরিকে লইয়া এক নূতন ত্রিত্ব করিয়াছে।

পাঠক।—এ প্রকার যোসেফ মেরি ও খ্রীষ্টকে একত্র সমতুল্য ভাবে প্রার্থনা করাতে ঘোর ঈশ্বর নিন্দা বোধ হয়। হায়! রোমান কেথোলিকেরা কেমত ভ্রান্ত হইয়াছে!

পুরোহিত— তাহাদের আর এক মহৎ

দোষ এই যে তাহারা মৃত্যুর পর অন্য এক অবস্থার কল্পনা করে যাহাকে পর্গাতোরিয়ম কহে।

পাঠক।—সে কি? বিস্তার করিয়া বলুন।

পুরোহিত।—ধর্ম্মগ্রন্থে লিখে যে মৃত্যুর পর আর অনুতাপ নাই, তখন পতিত ও অগ্রাহ্য লোক আর উত্থিত কিম্বা গ্রাহ্য হইতে পারে না, বিশ্বাসি ও ধার্ম্মিক তখন আর কোন দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা কিম্বা পরীক্ষা ভোগ করেনা, এবং অবিশ্বাসি ও অধার্ম্মিক তখন আর সুখানুভব কিম্বা শান্তি পায় না, এই শাস্ত্রোক্ত কথা কিন্তু রোমান কেথোলিকেরা কহে যে কোন২ লোক মৃত্যুর পর পুর্গাতোরিয়ম নামক স্থানে দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করত আপনাদের পাপের পরিশোধ দিয়া পরে মুক্ত হইয়া স্বর্গেতে বিশ্রাম পায়, তাহারা অনুমান করে যে অনেক লোক২ মৃত্যুর পর একে বারে শুদ্ধ সুখদুঃখ স্থানে যায়না

কিন্তু ঐ পুর্গাতোরিয়ম নামক স্থানে কিয়ৎ কাল যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরে স্বর্গেতে প্রবেশ করে' এ জন্য কোন লোকের মৃত্যু হইলে পর তাহার বন্ধু ও কুটুম্ব বর্গ তাহার জন্যে প্রার্থনা করে এবং তাহার নামে পুরোহিত দ্বারা মিস্সা পাঠক করায যেন সে শীঘ্র পুর্গাতোরিয়ম হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গে বিশ্রাম পায়, এই প্রকার মিস্সাকে তাহারা মৃত লোকের মিসসা কহে, এবং অনেকে পুরোহিতকে দক্ষিণা দিয়া মৃত বন্ধুর মরণ দিবসে প্রতিবৎসর ঐ রূপ মিস্সা নিবেদন করায়।

পাঠক।—এবড় আশ্চর্য্য কথা, তবে রোমান কেথোলিকেরা হিন্দুদের ন্যায়স্বর্গ এবং অনন্ত নরক ব্যতীত এক যমালয় এবং মোসলমান দের ন্যায় বেহেস্ত ও জাহান্নম ব্যতীত দোজোক নামক অবস্থা স্বীকার করে, হিন্দুরা যেমন প্রেত লোকের মুক্তি কামনা করিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করে তদ্রূপ রোমান কেথো-

লিকদেরও ব্যবহার দেখিতেছি।

পুরোহিত।—রোমান কেথোলিকদের ডেড মাস অর্থাৎ মৃতলোকদের মিসস. হিন্দুদের শ্রাদ্ধের ন্যায় বটে, এই প্রযুক্ত তাহাদের পুরোহিতবর্গ অনেক অন্যায় করিয়াছেন, এবং পাপারাও নানা প্রকার ছল করিয়া ধনসঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা প্রেত লোকদের মুক্তির জন্য ইণ্ডলজেনস নামক পাপমোচন পত্র বিক্রয় করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঐ ইণ্ডলজেনস ক্রয় করিবেন তিনি যাহার মুক্তি কামনা করিয়া ক্রয় করিবেন সে তৎক্ষণাৎ পুর্গাতোরিয়মের জ্বালা হইতে উদ্ধার পাইবে. এই মিথ্যা প্রবোধ দিয়া অজ্ঞান ও মূর্খ লোক হইতে রাশি২ ধন সঞ্চয় করিয়াছেন!

পাঠক। এ বিষয়ে তাঁহারা হিন্দুদের অপেক্ষা আরো নীচ কার্য্য করিয়াছেন।

পুরোহিত।—রোমান কাথোলিকেরা সর্ব্বদা

এবং সর্ব্বত্র গীর্জার মধ্যে লাটিন ভাষাতে প্রার্থনা করে. সাধারণ লোকে তাহার অর্থ বুঝে না, সুতরাং সাধু পৌলের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অবিদিত ভাষাতে অর্চ্চনা করে, ইহাও ক্ষুদ্র দোষ নহে।

পাঠক।—কি আশ্চর্য্য যে ভ্রান্ত মতাবলম্বিরা সর্ব্বত্র প্রায় এক প্রকার দোষেতে পতিত হয়, হিন্দুদের ব্রাহ্মণেরা সাধারণ লোকের অজ্ঞাত সংস্কৃত ভাষাতে ক্রিয়াকাণ্ড করে, মোসলমানেরা আরবি ভাষাতে তাহাদের কলমা পড়ে, এবং এক্ষণে শুনিতেছি যে রোমান কেথোলিকেরাও তদ্রূপ লাটিন ভাষাতে গীর্জা করে, সুসমাচার সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে প্রচারিত হয়, কিন্তু রোমান কেথোলিকেরা তাহা এমন করিয়া পাঠ করে যে সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না।

পুরোহিত।—তাহাদের আরো অনেক দোষ আছে কিন্তু অধিক বর্ণনার প্রয়োজন

নাই, এবং এ সকল বর্ণনাতে অন্তঃকরণে খেদ ও দুঃখ জন্মে, পালের মধ্যে ব্যাঘ্রপ্রবেশ করিলে দুর্ব্বল মেষকে সাবধান করিতে হয়, এ জন্য কর্ত্তব্য যে রোমান কেথোলিকদের দোষ এক্ষণে প্রকাশ করি, কিন্তু এমত ঘোর দোষ বিস্তারে অত্যন্ত বিষাদ জন্মে, হায় ২ খ্রীষ্টীয়ান হইয়া এত লোক কেমন ভ্রান্তিতে পড়িয়াছে! এবং যিনি প্রতিমা ও মূর্ত্তিপূজার ধ্বংস করিতে আসিয়াছিলেন তাহার নাম লইয়া কেমন কুমতিতে মূর্ত্তিপূজা স্থাপন করে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আত্মায় ও সত্যতাতে অর্চ্চনা করিতে হয়, কিন্তু রোমান কেথোলিকেরা কেমন অন্ধতাপ্রযুক্ত দেবপূজকদের ন্যায় ধূপদীপ জ্বালাইয়া মিথ্যা আড়ম্বর করে এবং রুটিকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া তাহার নিকটে পূজাদি করে।

পাঠক।—রুটিকে কি প্রকার পূজা করে তাহা বিস্তার করিয়া কহুন!

পুরোহিত।—তাহারা বলে যে প্রভুভোজন সংস্কারে রুটি ও দ্রাক্ষারস পুরোহিতের মন্ত্রপাঠে একেবারে এমত সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টের দেহ ও রক্ত হয় যে রুটির রুটিত্ব ও দ্রাক্ষারসের দ্রাক্ষারসত্ব আর থাকে না, অতএব তাহা প্রত্যক্ষ রুটি ও দ্রাক্ষারসের ন্যায় প্রতীত হইলেও তাহাকে বাস্তবিক খ্রীষ্টের মাংস ও রক্ত এবং স্বয়ং খ্রীষ্ট বলিয়া গ্রহণ করে, খ্রীষ্ট যেমত পূজ্য সেই রূপে ঐ রুটি ও দ্রাক্ষারসও পূজ্য জ্ঞান করে, এবং আল্তর অর্থাৎ বেদির উপরে সর্ব্বদা প্রার্থনাকালীন ঐ রুটি স্থাপন করিয়া স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, তাহার সম্মুখে প্রণাম ও ভজনা করে. ইহার পর স্পষ্ট মূর্ত্তিপূজা আর কোথায় আছে, দ্বিতীয় আজ্ঞাকে সমুদয় খণ্ডন করিয়া এই দূষ্য অর্চ্চনাতে প্রবৃত্ত হয়, আমরা সংস্কারিত রুটির অনাদর করি না বটে. কিন্তু তাহার

রুটিত্ব তাহাতে থাকে ইহা ধর্ম্মপুস্তক ও যুক্তি উভয়ের সঙ্গত. তবে যাহার রুটিত্ব রহিল তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিলে সৃষ্টবস্তুকে সৃষ্টিকর্ত্তার ন্যায় গ্রহণ করা হয়।

রোমান কেথেলিকেরা ভ্রান্তিতে এপ্রকার পূজা করে. জ্ঞাতসারে করেনা তাহা আমি জানি, কিন্তু যেমত জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞা-তসারে হউক বিষ পান করিলেই মৃত্যু হয়, তদ্রূপ এমত ঘোর মূর্ত্তিপূজা ভ্রান্তিতে করি-লেও ইহার দোষ যায় না, এবং দেবপূজকেরা ও ভ্রান্তিতে মূর্ত্তিপূজা করে কিন্তু তজ্জন্য সে মূর্ত্তিপূজাকে নির্দ্দোষ কহা যায় না।

আমরা কাহারো বিচার করি না, আর পর-মেশ্বরের সাক্ষাৎ অমুকের দোষ গুরুতর কিম্বা অমুকের দোষ লঘুতর এমত নির্ণয় করিতে সাহস করি না. এইজন্যে পরের দোষ বিষয়ে অধিক বাহুল্য করিতে চাহিনা, কিন্তু রোমান কেথোলিকেরা যখন স্বয়ং আসিয়া আমাদের

ভাতৃগণের মধ্যে উৎপাত করিতেছে তখন আমাদের কর্ত্তব্য যে আপনাদের পালকে সাবধান করি, এইজন্য রোমান কেথোলিকদের দোষের বিষয় তোমাকে কহিলাম।

অতএব ভ্রাতৃগণকে সাবধান কর যেন পাপার ফাঁদে পদার্পণ না করে, তাহা করিলে তাহারা খ্রীষ্টসভার মধ্যে ভেদ ও কলহের সূত্র করিয়া সাধু পৌলের বচনানুসারে অপরাধি হইবে এবং প্রতিমা ও মূর্ত্তি পূজাতে পড়িয়া সত্য অর্চ্চনার মঙ্গলে বঞ্চিত হইবে।

কিন্তু যেমত তাহাদিগকে সাবধান করিবা তদ্রূপ আপনিও সাবধান হইবা যেন কটু কাটব্য না কহ, কাহারো নিন্দা ও অপযশ করা কর্ত্তব্য নহে, আর আমাদের আশা করা উচিত যে রোমান কেথোলিকেরা আপনারাই নিজ ভ্রান্তি দেখিয়া সমস্ত সত্যতা গ্রহণ করিবে, কিন্তু যদি তাহাদিগকে কটু কথা কহ

তবে আমাদিগকে দ্বেষ করিয়া আমাদের সৎ পরামর্শ গ্রাহ্য করিবেক না, তাহাতে আমাদের দোষে সত্যের প্রতি হানি হইতে পারে, অতএব রাগ দ্বেষ ত্যাগ করিয়া যাহা যথার্থ তাহাই মৃদুতার সহিত কহিবা. এবং ভ্রাতৃগণকে এমত সৎপরামর্শ দিবা যে রোমান কেথোলিকদিগের ভ্রান্তিতে না পড়ে, কিন্তু সত্য পথে স্থির থাকিয়া প্রসাদ ও জ্ঞানে উত্তরং বর্দ্ধমান হইতে চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত সহিষ্ণু হইয়া স্থির থাকিবে সেই পরিত্রাণ পাইবে ইতি

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	[redacted]
৭	১৮	তিরষ্কার	তিরস্কার।
১১	২	যদিও	য[illegible]।
১২	১১	জনেশ্বর	[illegible]।
ঐ	ঐ	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত।
১৭	১৫	বক্ষ্যামাণ	বক্ষ্যমাণ।

Calcutta:

OSTELL AND LEPAGE

PRICE *to subscribers—6 copies for a Rupee; 100 copies for* 10 *Rupees. To non-subscribers 4 annas per copy.*